দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 07 NOV 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গনে

শিক্ষক সমাজের ভূমিকা

অশিক্ষিত জাতি দেশের অভিশপ্ত সম্পত্তি। মহানবী (সঃ) বলেছেন—"শিক্ষার প্রয়োজনে তুমি সুদূর চীন দেশে যাও।" সুতরাং এটা আমাদের স্বীকার করতেই হবে, যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি তত উন্নত। বর্তমান বিশ্বের উন্নত দেশগুলো তার জ্বলন্ত প্রমাণ। আর জাতিকে শিক্ষিত করারও মহান দায়িত্ব পালন করে চলেছেন শিক্ষক সমাজ। বলা হয়—"শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড" আর শিক্ষক ঐ মেরুদণ্ডের মজ্জাশক্তি। কেননা, শিক্ষক ব্যতীত শিক্ষা সুসম্পন্ন হয় না। শিক্ষকের মর্যাদা ও সম্মান ভিক্ষা করে অর্জন করার নয়, কিংবা তা দানের সামগ্রীও নয়, এটা শিক্ষকের প্রাপ্য। অনেক প্রাপ্যই আন্দোলন করে আদায় করা হয়তো সম্ভব। কিন্তু ভালবাসা, ভক্তি-শ্রদ্ধা, আন্তরিকতা, আনুগত্য ইত্যাদি সংগ্রাম করে আদায় করা যায় না। এটা আসে ব্যক্তির স্বতঃউৎসারিত হৃদয়ের আবেগ থেকে। কিন্তু দুঃজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে ছাত্র-শিক্ষকদের সম্পর্ক তিক্তকতায় পর্যবসিত হয়েছে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে—শিক্ষক সমাজ তাঁদের দায়িত্ব-কর্তব্য ভুলে গিয়ে একজন প্রকৃত শিক্ষকের আদর্শ ও ঐতিহ্য থেকে অনেক দূরে-সরে গেছেন।

তাইতো ইদানিং পত্রিকায় দেখা যায় ছাত্র-শিক্ষকের অসন্তোষের খবর, দেখা যায়, শিক্ষকরা ছাত্রের হাতে প্রহৃত হচ্ছেন ইত্যাদি। একজন শিক্ষক পিতৃতুল্য। শিক্ষকের আদর ও অকৃত্রিম ভালবাসা পেয়ে ছাত্রের মাথা কৃতজ্ঞতায় নত হয়ে আসবে।

শিক্ষককে হতে হবে আদর্শ ও চরিত্রবান, যা হবে অনুকরণীয়। যা দেখে ছাত্র-সমাজ দীক্ষিত হবে। ছাত্রের জীবনে প্রতিফলিত হবে শিক্ষকের প্রভাব। তাই অভিভাবকরা চান ভাল শিক্ষক। যে শিক্ষকের চরিত্রগুণে তার সন্তানও উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে। সে কারণেই শিক্ষকের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

অতএব, শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের পূর্বে ভালো শিক্ষক তৈরী করতে হবে। শিক্ষকদের আদর্শকে জাতীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এ জন্যে শিক্ষক সমাজকে সজাগ হতে হবে, এগিয়ে আসতে হবে। নতুবা সমস্যা সমাধানের পথ সহসা উন্মুক্ত হবে না। শিক্ষক যদি ছাত্রের প্রকৃত অভাব বুঝতে পারেন এবং নিজের সন্তানের মত তাকে পালন করেন, তাহলে ছাত্র ও শিক্ষকের জীবন অত্যন্ত সুখময় হয়ে উঠবে এ কথা অনস্বীকার্য। আমাদের দেশে অতীতের শিক্ষা ব্যবস্থায় এ ব্যাপারে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে। শিক্ষক সমাজ যদি সত্যিকার অর্থে শিক্ষকতাকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন, তাহলে শিক্ষকদের মর্যাদা অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবে। এ জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন নৈতিকতা।

তবে আমাদের স্বীকার করতে হবে, সুদূর অতীতে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের আমল থেকে এ উপমহাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ে তুলেছে প্রধানতঃ শিক্ষক সমাজ তাঁদের অপরিসীম ত্যাগ-তিতীক্ষা ও নিঃস্বার্থ সেবা দিয়ে। তাঁদের বিবেক-বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, সাধনা শুধু শিক্ষার প্রসারই ঘটায়নি বরং সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে করেছে অত্যন্ত সুদৃঢ়।

অথচ এই নিরন্ন, বুভুক্ষ, ভাগ্যাহত শিক্ষক সমাজ এখনো অবহেলিত। তাই দেশের এই অবহেলিত শিক্ষক সমাজকে উন্নত। জীবন-যাপন ও উচ্চতর সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। কারণ দেশ গড়ার প্রকৃত কারিগর হচ্ছেন শিক্ষক সমাজ। সুতরাং শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি ব্যতীত জাতিকে যোগ্য নাগরিক উপহার দেয়া সম্ভব নয়। জাতিকে বাঁচাতে হলে আমাদের সার্বভৌমত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং বিশ্ব সভায় আমাদের বিজয় পতাকাকে সমুজ্জ্বল রাখতে প্রথম যে কাজটি আমাদের জন্য অপরিহার্য তা হলো একটি বাস্তবসম্মত জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন ও বাস্তবায়ন। যে শিক্ষা ব্যবস্থার ধারক ও বাহক শিক্ষক সমাজকে যথোপযুক্ত আর্থিক, সামাজিক ও পেশাগত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবে।

—মাহমুদুল হাসান (মহাব্বত),
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়